আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-২

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অবশ্যই তুমি (রাসূল) এক মহান চরিত্রের অধিকারী (সূরা ৫২ আল কালোম আয়াত ৪)

১. হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, রাসূল (স:) আর চরিত্র বিনয়-নম্রতা-ভদ্রতা ছিল পবিত্র কোরআন অনুযায়ী। (মুসলিম ৭৪৬)

২. হযরত সুফিয়া (রা:) বলেন, রাসূল (স:) ছাড়া অন্য কাউকে আমি দেখিনি তার মতো চরিত্র-বিনয়-নম্রতা ও ভদ্রতার অধিকারী। (ফাতহুল বাড়ি ৫৭৩/৬)

৩. হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করেছেন, আমি নয় (৯) বছর রাসূল (স:) এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম, এই নয় বছর তিনি আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করেন নি তুমি এটা কেন করলে অথবা এটা কেন করলে না। (বুখারী ২৭৬৮, মুসলিম ২৩১০)

৪. পবিত্র কোরআন যেটা ভালো বলেছে সেটা দেখে রাসূল (স:) খুশি হতেন, যেটা পবিত্র কোরআন খারাপ বলেছে সেটা দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি কঠোর ছিলেন না এবং কখনো কোলাহল (Loud) করতেন না। (বুখারী ৩৫৫৯; আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের (রা:) এর বর্ণনা, মুসলিম ২৩৩১)

৫. রাসূল (স:) বাজারে চিৎকার করতেন না, তিনি ক্ষমা করে দিতেন, কেউ সীমালংঘন করলে তিনি অনুরূপ সীমালঙ্ঘন দ্বারা তার উত্তর দিতেন না। (তিরমিযী ২০১৬)

৬. আনাস (রা:) বলেন, রাসূল (স:) এর আচরণ ও ভদ্রতা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। একদিন রাসূল (স:) আমাকে কোনো কাজ করতে কোনো জায়গায় যেতে বললেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি এখন যাব না। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল আমি সেখানে সে কাজ করতে যাব। আমি বাজারে এলাম এবং কিছু বাচ্চাদেরকে খেলতে দেখলাম। হঠাৎ পেছন দিক থেকে রাসূল (স:) আমার কাঁধে হাত রেখে ধরলেন, আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি রাসূল (স:)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আনাস আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে গিয়েছিল? আমি বললাম, আমি এখন যাব, হে আল্লাহর রাসূল (স:)। (মুসলিম ২৩১০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ

(হে মুহাম্মদ) এটা আল্লাহরই রহমত যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল। তুমি যদি তাদের প্রতি কঠোর-হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তে। (সূরা ৩ আলে ইমরান আয়াত ১৫৯)

৭. আনাস (রা:) বর্ণনা করেন, একদিন আমি রাসূল (স:) এর সাথে হেটে যাচ্ছিলাম। তিনি একটি নাজরানী কোর্তা পরিহিত ছিলেন, যার ধারগুলো খুব তীক্ষ্ণ (Sharp)। বেদুইন তার কোর্তা ধরে এমন সজোরে টান মারলেন যে কোর্তার ধার তার গলায় দাগ কেঁটে ছিল এবং লাল হয়ে ফুলে উঠলো। বেদুইনটি বললো, তুমি যা পেয়েছো, তা থেকে আমাকে কিছু টাকা দান করো। রাসূল (স:) তার দিকে স্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ৩১৪৯, মুসলিম ১০৫৭)

৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (স:) হিজাব পরিহিত মহিলার চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। (বুখারী ৬১০২, মুসলিম ২৩২০)

৯. আবু যর (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূল (স:) এক রাতে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন,"যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, নিশ্চয়ই তারা তোমার বান্দাহ,`কিন্তু যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি উচ্চ মহান শক্তিধর।" এভাবে এ আয়াত বার বার পড়তে পড়তে সকাল হয়ে গেলো। এ সম্পর্কে আমি রাসূল (স:) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছ থেকে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াতের অনুমতি চেয়েছিলাম। মহান আল্লাহ আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার উম্মতের যারা শিরকে লিপ্ত হবে না তাদের জন্য আমি শাফায়াত করব। (আহমদ ২০৮২১)

১০. মালিক ইবনে আল হুয়াইরিস (রা:) বর্ণনা করেন, আমরা কতিপয় যুবক প্রায় সমবয়সী, আমরা রাসূল (স:) এর সান্নিধ্যে বিশ (২০) দিন ছিলাম। আমরা তাকে অত্যান্ত দয়ালু এবং কোমল হৃদয় সম্পন্ন পেয়েছিলাম। তিনি চিন্তা করলেন, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চাই। সুতরাং তিনি আমাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন, যাদের রেখে আমরা এখানে রাসূল (স:) এর কাছে এসেছি। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদেরকে ইসলাম কোরআন শিক্ষা দাও, এবং ভালো কাজ করতে উপদেশ দেবে। যখন সালাতের সময় হবে, একজন আজান দেবে এবং বয়স্ক যিনি তার ইমামতিতে সালাত আদায় করবে। (বুখারী ৬২৮, মুসলিম ৬৭৪)

১১. আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (স:) এর কোনো স্ত্রী সম্পর্কে এতটা ঈর্ষান্বীত হয় নি, যতটা খাদিজা (রা:) সম্পর্কে ঈর্ষান্বীত ছিলাম। রাসূল (স:) প্রায়ই তার সম্পর্কে বলতেন। যখন তিনি মেষ (Sheep) জবেহ করতেন, তিনি এর কিছু অংশ খাদিজা (রা:) আত্মীয় বন্ধুদের কাছে পাঠাতেন। যখন আমি তাকে রাসূল (স:) জিজ্ঞেস করতাম, খাদিজা (রা:) ছাড়া দুনিয়াতে কি আর কোনো মহিলা নেই। তিনি খাদিজা (রা:) এবং প্রশংসা করে বিভিন্ন ঘটনা বলতেন। এবং বলতেন তার গর্ভেই আমার সন্তান জন্ম হয়েছে।
(বুখারী ৩৮১৮, মুসলিম ২৪৩৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

আর যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি তুমি স্নেহ-মমতার দানা অবনমিত করো। (সূরা ২৬ অ্যাশ শোয়ারা ২১৫)

রাসূল (স:) এতোটাই বিনয়ী ছিলেন যে, পথে শিশুদেরকে দেখলেও তাদেরকে সালাম করতেন।
(বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর ইবাদাত করা, তার সাথে কাউকে শিরক না করা এবং রাসূলের অনুসরণ করা। শিরকমুক্ত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার, মানুষের কল্যাণ করার ও রাসূলের অনুসরণ করার তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/